অর্থনীতি থেকে নিয়েছিল। এই শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় গ্রামের থেকে কৃষক ভূমিদাসরা পালিয়ে যেতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপে নগরের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভূমিদাসদের গা ঢাকা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। তবে যত দূর পারা যায় বাণিজ্য সামন্তপ্রভুদের মধ্যে লাইসেন্স বাতিল করে, এই কারণেই একটি পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুরা তাদের মধ্যে লাইসেন্স মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে লাইতে শুরু করেন - যাকে বলা হয় খাজনার নগদীকরণ বা "Commutation of rent" - যা ছিল ভূমিদাস প্রথার অবসানের নির্দেশক। লাইসেন্স এবং উৎপাদনের এই বিরোধকেই তিনি "Internal Contradiction" বলেছেন।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভব বিষয়ে সবিস্তারে বিশ্লেষণের সমালোচনা করেছেন। ১৯৫০ সালে Science and Society নামক পত্রিকায় সুইজি 'Feudalism: A Critique' প্রবন্ধে ডবের বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া ইউরোপের বাণিজ্য বিপ্লবের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের যোগসূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর 'বাণিজ্যিকীকরণের' ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। সুইজির মতে, দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতি ছিল এমনই এক ব্যবস্থা নির্ভর, যার লক্ষ্য ছিল ভোগের জন্য উৎপাদন (Production for use), এই ব্যবস্থা যথা-অর্থনীতি অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য সহ, সমসাময়িক বাজার-বা লেনদেনের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় হত। দশম শতক থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটে এবং ব্যবসায়ীরা বহির্বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করে। তখন শুধুমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদন শেষ হয়ে গিয়ে বিনিময়ের অর্থনীতির (Economy & Exchange) আবির্ভাব হয়। কিন্তু বস্তুগুলির উদ্দেশ্য কাঁচামাল বাদে অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যে দক্ষতা ও শ্রমবিভাজন অত্যাবশ্যক ছিল তা গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। এই পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত ভোগ্যপণ্যের বিনিময় অথবা নগদীকরণের ব্যবহারে সাগত। ক্রয় বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার